দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 02 JUL 1995 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ উত্তরাঞ্চলে বহু শিশু স্কুলে যায় না

উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিতে মাঠপর্যায়ে মনিটরিংয়ের অভাবে স্কুল গমনোপযোগী বহু শিশু স্কুলে যাচ্ছে না। অপরদিকে শেরপুর জেলার ৭২টি অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দীর্ঘদিন বেতন পাচ্ছেন না। এদিকে শিক্ষক না পাকায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিদ্যালয়গুলিতে কৃষি বিষয়ক শিক্ষাদান ব্যাহত হচ্ছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা পঞ্চগড় থেকে জানান, মাঠপর্যায়ে মনিটরিংয়ের অভাবে উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলার বিদ্যালয় গমনোপযোগী ৪৩ লাখ ৮৭ হাজার শিশুর মধ্যে প্রায় ৬ লাখ শিশু স্কুলে যাচ্ছে না।

সরকারী তথ্য অনুযায়ী জানা গেছে, পঞ্চগড় জেলার ৬ থেকে ১০ বছরের বিদ্যালয় গমনোপযোগী ১ লাখ ২৩ হাজার ৯৪৯ শিশুর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ১ লাখ ১০ হাজার ৩১৮ জন। ঠাকুরগাঁও জেলার ১ লাখ ৭৫ হাজার ১৫৫ জন শিশুর মধ্যে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে ১ লাখ ৫০ হাজার ৬৮৩ জন।

দিনাজপুর জেলার বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ৩ লাখ ৬২ হাজার, বিদ্যালয়ে যাচ্ছে ৩ লাখ ২২ হাজার ৭শ ৯২ জন। কুড়িগ্রাম জেলায় বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ২ লাখ ৮৭ হাজার শিশুর মধ্যে ২ লাখ ১৩ হাজার ৩২২ জন। গাইবান্ধায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ৩ লাখ ৩৯ হাজার ৯৭৩ জন শিশুর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ২ লাখ ৭৯ হাজার ৩২৩ জন। রংপুর জেলায় স্কুল গমনোপযোগী ৩ লাখ ৭০ হাজার ৯৩১ জন শিশুর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ৩ লাখ ২২ হাজার ৩৬৫ জন। লালমনিরহাট জেলায় ১ লাখ ৬২ হাজার ২১ জন শিশুর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ১ লাখ ৩৯ হাজার ৪২৫ জন। নীলফামারী জেলায় ২৩ হাজার ৫৫৫ জন শিশুর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ১ লাখ ৯৫ হাজার ৭৩ জন। সিরাজগঞ্জ জেলায় ৪ লাখ ২২ হাজার ৯৩২ জন শিশুর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ৩ লাখ ৭০ হাজার ৯৫৪ জন। পাবনা জেলায় ৩ লাখ ৪৭ হাজার ৮৭৭ জন শিশুর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ৩ লাখ ২ হাজার ৭১৬ জন। জয়পুরহাট জেলায় বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ১ লাখ ১০ হাজার ৪৬৪ জন। বিদ্যালয়ে যায় ৯৬ হাজার ৭৪২ জন। বগুড়া জেলায় বিদ্যালয় গমনোপযোগী ৪ লাখ ৯ হাজার ৪৮২ জন শিশুর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ৩ লাখ ৩৬ হাজার ৫৯৮ জন। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় বিদ্যালয় গমনোপযোগী ১ লাখ ৮৪ হাজার ৫৯ জন শিশুর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ১ লাখ ৫৯ হাজার ৫০ জন। নওগাঁ জেলায় বিদ্যালয় গমনোপযোগী ৩ লাখ ২১ হাজার ৫শ শিশুর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ২ লাখ ৮৭ হাজার ২০৪ জন। নাটোর জেলায় বিদ্যালয় গমনোপযোগী ২ লাখ ২০ হাজার ১৩৩ জন শিশুর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ১ লাখ ৮৫ হাজার ৩৮১ জন। রাজশাহী জেলায় ৩ লাখ ২৪ হাজার ৫৮৩ জন বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ২ লাখ ৯৫ হাজার ১৫০ জন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে জানান, কৃষি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার এক বছর পরও এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক না থাকায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের কৃষি শিক্ষা বিষয়ের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে।

সরকার ১৯৯৪ সন থেকে মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা পর্যায়ে কৃষি শিক্ষা চালু করে। জেলার ১৯০টি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় এ বিষয়ের জন্য গত জুলাই মাস থেকে ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আহবান করা হয়। কিন্তু এ বিষয়ের মাত্র ২ জন শিক্ষককে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে নিয়োগদান করা হয়েছে।

শেরপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা শেরপুর থেকে জানান, শেরপুর জেলার রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ৩ মাস যাবৎ বেতন পাচ্ছেন না।

শেরপুর জেলার রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭২টি। এর মধ্যে ঝিনাইগাতী ১৪, শেরপুর-২১, নকলা-৭, শ্রীবরদী-১৩ এবং নালিতাবাড়িতে ১৭টি বিদ্যালয় রয়েছে। এসব স্কুলে ২৮২ জন শিক্ষক দীর্ঘ ৩ মাস যাবৎ বেতন না পাওয়ায় পরিবার পরিজন নিয়ে অসুবিধায় পড়েছে।

হতে হবে। তবেই শিশু অধিকার সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবে।

মোহাম্মদ শামসুল কবির ঃ কলাম লেখক।

ছেলে আমার কাছে একেবারেই পড়তে করে বিচারের জন্য প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে রীতিমতো বিপজ্জনক।